মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার দায়ে দুইজনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার অভিযোগে মিন্টু মিয়া ও সুমন বিশ্বাস নামে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে ১২ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ গোলাম কবির এ রায় ঘোষণা করেন।

মামলার অপর আসামি লাল্টুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাকে বেকসুর খালাস দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত মিন্টু মিয়া গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা সেন্টারপাড়ার রুহুল মিয়ার ছেলে এবং সুমন বিশ্বাস একই উপজেলার হাড়াভাঙ্গা মোল্লাপাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে। খালাসপ্রাপ্ত লাল্টু সহড়াতলা গ্রামের কেরামত আলীর ছেলে। তবে সাজাপ্রাপ্ত মিন্টু ও সুমন বর্তমানে পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২০ সালের ১২ জানুয়ারি গাংনী থানার এসআই আব্দুল হকের নেতৃত্বে পুলিশ বালিয়াঘাট গ্রামে ইঞ্জিনচালিত একটি ট্রলিকে চ্যালেঞ্জ করে। এ সময় ট্রলিতে থাকা তিনজন পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ মিন্টু ও সুমনকে আটক করে। পরে ট্রলির নিচ থেকে ৪২৬ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮-এর ৩৬(১)(গ)/৩৮/৪১ ধারায় তিনজনকে আসামি করে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয় (মামলা নং-৮, জি আর কেস নং-৮/২০২০, এস সি নং-২২৭/২০২১)। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে এবং মামলায় মোট ৮ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত মিন্টু মিয়া ও সুমন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ দণ্ডাদেশ প্রদান করেন।
মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম এবং আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, অ্যাডভোকেট

মীর আলমগীর ইকবাল ও অ্যাডভোকেট এস. এম. আমানুল্লাহ আল আমান মামলা পরিচালনা করেন।

দর্শনায় ৪৬ বোতল ফেনসিডিল ও ৬ বোতল মদসহ দুই সহোদর আটক

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪৬ বোতল ফেনসিডিল ও ৬ বোতল মদসহ আপন দুই সহোদরকে আটক করেছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে দর্শনা আইসিপি ক্যাম্পের হাবিলদার আনন্দ কুমার পণ্ডিতের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয় দর্শনা জয়নগর সীমান্তের চেকপোস্ট সংলগ্ন মসজিদের পাশের মেহগনি বাগানে। এ সময় বিজিবির টহল দল দুজনকে আটক করে।

তল্লাশির একপর্যায়ে তাদের কাছ থেকে ৪৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও ৬ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়। আটককৃতরা হলেন দর্শনা পৌরসভার জয়নগর গ্রামের কাশেম আলীর দুই পুত্র মনিরুল ইসলাম (৪০) ও সুমন ইসলাম (৩৫)।

বৃহস্পতিবার সকালে দর্শনা আইসিপি ক্যাম্পের হাবিলদার বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন। পরে থানা পুলিশ তাদের আদালতের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করে।

গাংনীতে ৪৫ বোতল ফেনসিডিলসহ

পাচারকারী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিনব কায়দায় মোটরসাইকেল করে ফেনসিডিল পাচারকালে ৪৫ বোতল ফেনসিডিলসহ লিপন হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে জেলার গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান ব্রিক ফিল্ড বাজারের তিন রাস্তার মোড় থেকে মাদক পাচারকারীকে আটক করে পুলিশ।

আটক ৩৭ বছর বয়সী লিপন হোসেন কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার তেকালা পশ্চিমপাড়ার ফরজ আলীর ছেলে।

গাংনী থানা পুলিশের এসআই শিমুল বিশ্বাস এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি ছাতিয়ান ব্রিক ফিল্ড বাজার দিয়ে এক মাদক কারবারি ফেনসিডিল পাচার করছে। আমরা এমন সংবাদ পেয়ে সিভিল ড্রেসে আগে থেকেই অবস্থান করি। পরে ওই সড়ক দিয়ে একটি টিভিএস মেট্রো মোটরসাইকেল (গাড়ি নম্বর কুষ্টিয়া হ-১৩২৭৬০) যাওয়ার সময় ব্যারিকেড দিয়ে আটকাই এবং তল্লাশি চালিয়ে মোটরসাইকেলের সিট কভারের নিচে থরে থরে সাজানো ৪৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করি।

পাচারের কাজে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি জব্দ করে আসামিকে গাংনী থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

আটকের বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

জীবননগরে পাওয়ারট্রলি থেকে ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার, আটক-২

চুয়াডাঙ্গা জীবননগর থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিল ও একটি পাওয়ার টিলার সহ ২ জনকে আটক করেছে। গতকাল মঙ্গলবার আনুমানিক রাত সাড়ে ১০টার দিকে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামের ঈদগাহ ময়দানের সামনে থেকে ৬৬৮ বোতল

ফেনসিডিল, একটি পাওয়ার টিলার সহ দুইজনকে আটক করা হয়।

আটককৃত ব্যক্তিরা হলেন, সীমান্ত ইউনিয়নের বেনীপুর গ্রামের আব্দুল দাউদের ছেলে আব্দুর রহমান (৩০) ও মহেশপুর উপজেলার শ্রীনাথপুর গ্রামের নুরুজ্জামানের ছেলে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী এনামুল হক (৩৪)।

জীবননগর থানা সুত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলার বিপিএম সেবার নির্দেশে ও জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মামুন হোসেনের নেতৃত্বে এস আই মিজানুর রহমান, সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামে মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এসময় বস্তায় ভর্তি পাওয়ার টিলারে রাখা ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ জনকে আটক করা হয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামে মাদকবিরোধী একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিল, একটি পাওয়ার টিলার সহ দুইজনকে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তিদের জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার দায়ে চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এএসএম নাসিম রেজা এ রায় ঘোষণা করেন।
মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন আজম খোকন ও রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক।

আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের টিপু সুলতান, স্বপন আলী, আবেদ আলী ও জুয়েল রানা। অপর আসামি রাজিব সর্দারের বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় রাজিবের বিষয়টি শিশু আদালতে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দণ্ডিতদের মধ্যে রাজিব ও জুয়েল রানা পলাতক রয়েছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভোরে গাংনীর আকুবপুর এলাকায় পুলিশের চেকপোস্টে একটি ট্রাক আটক করা হয়। এ সময় তল্লাশিতে ট্রাক থেকে ৪৬০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে চারজনকে আটক করা হলেও জুয়েল রানা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় গাংনী থানার এসআই আলী রেজা বাদী হয়ে পাঁচজনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) সাইদুর রাজ্জাক বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সরকার যে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে, আজকের এ রায় তারই প্রতিফলন। আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আমরা আদালতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। আদালত তাদের চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, অপর আসামি রাজিব অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তার বিষয়টি শিশু আদালতে নিষ্পত্তি করতে বলেছেন, যা সমাজে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

গত রবিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার চৌকস এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ বোতল ফেনসিডিল ও ১ কেজি গাঁজাসহ রুবিনা খাতুন (৩৫) নামের এক নারীকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত রুবিনা খাতুন দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা নতুনপাড়া এলাকার আবু ছদ্দির মেয়ে।

গতকালই তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ফেনসিডিলসহ দুই মাদক পাচারকারী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় মাদকদ্রব্য পাচারের সময় ৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার পুড়াপাড়া মাঠের উত্তর পাশে পাকা রাস্তার উপর বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, দামুড়হুদা সদর দশমীপাড়ার মো. আবেদ আলীর ছেলে মো. মামুন আলী (৩৩) এবং মৃত শরমান দফাদারের ছেলে মো. রুহুল (৩০)।

জেলা ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলার দিকনির্দেশনায় ওই এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীদের কয়েকজন পালিয়ে গেলেও মামুন ও রুহুলকে ৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ হাতেনাতে আটক করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মেহেদী হাসান জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

মেহেরপুরে ৩৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক ২

মেহেরপুর জেলা মাদকবিরোধী টাস্কফোর্সের অভিযানে ৩৫ বোতল ফেনসিডিলসহ খোরশেদ আলম ও মরিয়ম আক্তার নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক খোরশেদ আলম মেহেরপুর পুরাতন মাঠপাড়ার ফকির মহম্মদের ছেলে এবং মরিয়ম আক্তার দিঘিরপাড়ার নাসির উদ্দিনের মেয়ে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির হোসেনের নেতৃত্বে টাস্কফোর্সের একটি দল মল্লিকপাড়ায় খোরশেদ আলমের ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় বাড়ি থেকে ৩৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয় এবং খোরশেদ আলম ও মরিয়ম আক্তারকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার জামাল হোসেন, এসআই রাশেদুজ্জামান প্রমুখ।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুলিশের বিশেষ অভিযানের ৫০ বোতল ফেনসিডিল

উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ শনিবার অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

মুজিবনগর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংগীয় ফোর্স নিয়ে উক্ত এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় ফেলে রাখা অবস্থায় ফেনসিডিলের বোতলগুলো উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

তিনি আরও জানান, মাদকবিরোধী এই ধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে এবং মুজিবনগর থানা পুলিশ মাদক নির্মূলে কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

দর্শনায় আট কেজি গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার এক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৮ কেজি গাঁজা ও ৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম টিপু সুলতান (৪৬)। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা নতুন পাড়ার বাসিন্দা, আফাজ মন্ডলের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে রাঙ্গিয়ারপোতা নতুন পাড়ার খেদের মন্ডলের চায়ের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর অভিযান চালানো হয়। এসআই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানকালে টিপু সুলতানকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার কাছে থাকা একটি বস্তা তল্লাশি করে প্রত্যেকটি ১ কেজি ওজনের ৮টি প্যাকেট গাঁজা ও ৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় এসআই মাসুদুর রহমান বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেছেন এবং গ্রেফতারকৃত টিপু সুলতানকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদক ব্যবসায়ীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।”